যুগান্তর

তারিখ 17 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সৃজনশীল পদ্ধতির গাইড বইও বাজারে

মেধা বিকাশের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশংকা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত 'সৃজনশীল' পদ্ধতি অংকুরেই বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বোধগম্য শক্তি বাড়ানোর জন্য গৃহীত সৃজনশীল পদ্ধতির সৃজনশীলতায় ধস নামানোর জন্য ইতিমধ্যেই ২০১০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার আগেই বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নির্দিষ্ট দুই বিষয়ের গাইড বই। ফলে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার সৃজনশীল মেধা ও মননের বিকাশ ঘটবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর বইপাড়া খ্যাত আন্দরকিল্লা ও চকবাজারের প্রায় বইয়ের দোকানে গিয়েই দেখা মিলেছে নতুন সৃজনশীল পদ্ধতির আলোকে রচিত গাইড বই। জানা গেছে, ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থীদের প্রচলিত প্রশ্ন পদ্ধতির পরিবর্তে তাদের মেধাকে আরও বেশি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বোধগম্য বা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রথমবার শুধু বাংলা ও ধর্মের ওপর এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। যেহেতু পদ্ধতিটি দেশে প্রথমবার চালু হতে যাচ্ছে সে লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। কিন্তু এরই মধ্যে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতির গাইড বই। এসব গাইড বইয়ে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক বিষয় ও প্রবন্ধ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এসব বিষয় ও প্রবন্ধের ওপর সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এসব গাইড থেকে শতভাগ কমন পড়ার নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছে। বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, লেকচার প্রকাশনীর একটি বাংলা গাইড বইয়ের দাম ২৪৯ টাকা এবং ছুপিটার প্রকাশনীর একটি ধর্ম গাইড বইয়ের দাম ১শ' টাকা নির্ধারণ করা আছে। তাই দাম বেশি হলেও পরীক্ষায় কমন প্রশ্নের নিশ্চয়তার প্রলোভনে পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক না পড়ে এসব গাইডনির্ভর হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে চবি'র সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, সব গাইড বই সাধারণ

বাজারে : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বাজারে : সৃজনশীল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের খুবই ক্ষতিকর। নোট কিংবা গাইড বিক্রেতারা প্রায়ই তাদের দোকানে পাঠ্যবই রাখে না, সুযোগ পেলে গাইড গছিয়ে দেয়। সৃজনশীল পরীক্ষার আগে বাজারে গাইড বের হওয়ায় অবশ্যই গৃহীত পদ্ধতিতে ভাটা পড়বে। তাই সব নোট বিক্রি নিষিদ্ধ করা উচিত।

পরীক্ষার আগেই বাজারে গাইড বইয়ের ছড়াছড়ির ব্যাপারে জানতে চাইলে বিষয়টিকে কেবলই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি পূরণের কথা বলে জানালেন বাংলাদেশ মহিলা সমিতি (বাওয়া) স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খোদেজা বেগম। তবে ব্যাপারটি যেহেতু একেবারে নতুন, তাই কুফলের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কিছুটা ধারণা পাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ যুগান্তরকে বলেন, প্রথমত যারা এসব গাইড ফলো করবে তারা অনেক সমস্যায় পড়বে। এছাড়া প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের অবশ্যই বলা হবে যেন এসব বইয়ের সঙ্গে না মেলে। গাইডের ব্যাপারটি এখনও আমাদের নজরে পড়েনি। তবে বের হলে সরকার অবশ্যই এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে করি।